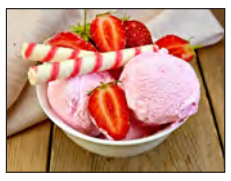

স্ট্রবেরি আইসক্রিম ডে

আইসক্রিমের হরেকরকম ফ্লেভারের মধ্যে স্ট্রবেরি ফ্লেভার অনেকেরই ফেভারিট। স্ট্রবেরি বা স্ট্রবেরি ফ্লেভারিংয়ের সঙ্গে দুধ, ক্রিম, ভ্যানিলা ও চিনির সহযোগে এই আইসক্রিম তৈরি হয়। প্রতি বছর ১৫ জানুয়ারি স্ট্রবেরি আইসক্রিম ডে উদযাপিত হয়।

কারও অনুপ্রেরণা স্বামী, কারও শ্বশুর

ভোট ময়দানে গিন্নিরা

রিনা যাদব
৫ নম্বর ওয়ার্ড

বীণা বর্মন
৩১ নম্বর ওয়ার্ড

পলাবালো মজুমদার
২০ নম্বর ওয়ার্ড

সাথি দাস
৩০ নম্বর ওয়ার্ড

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : হেঁশেল সামলানো ও সংসারের কাজে সারাদিন চলে যায়। এবার এর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে ভোটের লড়াই। বাড়ির অনেক গিন্নিই প্রথমবারের জন্য এবার পুর কর্পোরেশনের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন।। চার প্রধান রাজনৈতিক দলের ৪৭টি ওয়ার্ডের প্রার্থীতালিকায় এমন গিন্নির সংখ্যা ২২। প্রশ্ন উঠতেই পারে ওঁরা কেন ভোটে। উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, কেউ শ্বশুরমশাই, কেউ আবার স্বামীর অনুপ্রেরণায় ভোট যুদ্ধে নেমে দিন-রাত এক করে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তাহলে হেঁশেল সামলানো, সংসারের কাজ কে করছেন। বাড়ির কাজের দায়িত্ব পরিবারের সদস্যরাই কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ফলে ভোটের ময়দানে আত্মবিশ্বাসে আরও টগবগ করছেন এই ঘরনিরা।

৩০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী সাথি দাসের স্বামী ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার স্বপন দাস। স্বপনবাবুই তাঁর লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা, বললেন সাথিদেবী। তাঁর বক্তব্য, 'তিনিই আমাকে সবসময় সহযোগিতা করে চলেছেন। আগামীতে রেজাল্ট ভালো হলে তাঁর থেকে আরও সহযোগিতা পাব।' ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী রিনা যাদবের অনুপ্রেরণা অবশ্য তাঁর শ্বশুর রামপ্রবেশ যাদব। তিনি বলেন, 'শ্বশুরমশাইকে দেখেছি রাজনীতির কাজ করতে। আমিও সেভাবে কাজ করার চেষ্টা করব।'

চার প্রধান দলের মধ্যে বামেদের প্রার্থীতালিকাতেই এধরনের নতুন মুখের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

২০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী পলা বালো মজুমদার কলেজে রাজনীতি করতেন। বললেন, 'ওয়ার্ডের এই নির্বাচনে নেমে আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি।' একই অভিজ্ঞতাকে হাতিয়ার করেছেন ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী ইতি আচার্য। পারিবারিক সূত্রে কংগ্রেসের বাতাবরণ ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী নন্দিতা সাহা বসুকে উৎসাহিত করেছে। তাঁর দাবি, 'ছোটবেলা থেকে আমি কংগ্রেসকে সমর্থন করে চলেছি। এবার প্রার্থী হয়েই দাঁড়ালাম।'

আর বাড়ির কাজ? একগাল হেসে নন্দিতাদেবী বললেন, 'রান্নাবান্না সকালে সেরে প্রচারে বেরিয়ে যাচ্ছি। বিকেল-সন্ধ্যাতেও প্রচারে বের হচ্ছি। তবে এরমধ্যে বাড়ির কাজগুলো যাতে পড়ে না থাকে, সেব্যাপারেও বিশেষ নজর দিচ্ছি।' রিনাদেবী বলছিলেন, 'রান্নাবান্নার জন্য তো আমি একজন লোককেই রেখে দিয়েছি।' ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী বাণী বর্মনের কথায়, 'রান্নাবান্নার কাজের কারণে যাতে দেরি না হয়ে যায় তারজন্য রান্নার কোনও সামগ্রী না থাকলে, সেটা নিয়ে আসার জন্য কর্মীরাই রোজ একবার করে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছে।' বাড়ির কাজের দায়িত্বটা শাশুড়ি ও মেয়ে নিয়ে নিয়েছে, লাজুক হয়ে বললেন পলাদেবী। প্রচার চালানোর মধ্যেই বাড়ির কাজ সামলানোর সমাধান সূত্রের কথা ফাঁস করতে গিয়ে সাথিদেবী বলেন, 'বাড়ির কাজ শেষ করতে আগেও ভোরে উঠতাম, তবে এখন আরও ভোরে উঠতে হচ্ছে।' হাসিমুখে তাঁর সংযোগ, 'ভোরে ওঠাটা শরীরের পক্ষে ভালো।'

বিপক্ষে পোড় খাওয়া নেতা-নেত্রী থাকলেও ভোট লড়াইয়ের এই নতুন ময়দানে তাঁরাও বিন্দুমাত্র জায়গা ছাড়তে রাজি নন, বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা। নন্দিতাদেবীর বক্তব্য, '২৯ নম্বর ওয়ার্ড আগে কিন্তু কংগ্রেসের দখলেই ছিল।' ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী ইতি আচার্যের বক্তব্য, 'আমি একশো শতাংশই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।' আশাবাদী বাকিরাও।

তিলোত্তমা হবে, স্বপ্ন শিলিগুড়ির

শঙ্খ সেন

সেবন্তী ঘোষ

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

বহুদিনের শিলিগুড়ি শহরের যানজট সমস্যা মেটানো যায়নি। পানীয় জলের দ্বিতীয় প্রকল্পও গড়েনি। সদিচ্ছার অভাবকেই এর অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা হয়। শিলিগুড়িবাসী কিন্তু স্বপ্ন দেখেন। শহর একদিন তিলোত্তমা হবে বলে বাসিন্দারা বিশ্বাস করেন। কীভাবে তা সম্ভব? চিকিৎসক শঙ্খ সেন, লেখক তথা শিক্ষিকা সেবন্তী ঘোষ এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিওতে বসে তারই সুলুকসন্ধান দিলেন। অনুষ্ঠান সংযোজনায় ছিলেন ভাস্কর বাগচী

শহরের ভোলবদল

ডাঃ সেন ঃ ১৯৮৮ সালে নেহরু গোল্ড কাপের সময় থেকেই শিলিগুড়ি শহরটা বদলাতে শুরু করে। হিলকার্ট রোড তো তখন থেকেই ওয়ান ওয়ে হয়ে ওঠা শুরু করে। এরপর থেকেই শহরটা বদলে যায়। এর আগে তো শিলিগুড়ি রীতিমতো মফস্সল ছিল।

সেবন্তী ঃ বাঘা যতীন পার্ক এলাকায় আমার বাড়ি। আর এই পার্কের সুবাদেও শিলিগুড়ির বদল শুরু। যেভাবে যা বদল হয়েছে সবই চোখের সামনে দেখেছি।

গৌরীশংকর ঃ সত্যিই! যেভাবে সবকিছু চোখের সামনে বদলে গেল, এখন রূপকথার মতোই লাগে।

জ্বলন্ত সমস্যা

ডাঃ সেন ঃ শহরের রাস্তাঘাট একটিও বাড়েনি। অথচ যানবাহনের সংখ্যা রোজই বাড়ছে। যানজট সমস্যা মেটাতে বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। নর্দমাগুলি ঢাকার ব্যবস্থা করা হলে রাস্তা চওড়া হয়ে যানজট সমস্যা কিছুটা হলেও মিটত।

সেবন্তী ঃ বাসস্ট্যান্ড নাকি সরানো হবে বলে অনেকদিন ধরেই শুনছি। কিন্তু কোথায়? রাস্তায় এত পার্কিং। এত গাড়ি রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ কোথায় গাড়ি পার্কিং করবেন? রাস্তার ধারে দোকানপাট। বিধান মার্কেটে পর্যন্ত রাস্তা দখল হয়ে গেছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।

গৌরীশংকর ঃ ফুটপাথ দখল হয়ে গেছে। সেখানে দোকানপাট বসে গেছে। আমি একবার প্রতিবাদ করেছিলাম। সেবারে এক ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, ভাত দেওয়ার নাম নাই, কিল দেওয়ার গোঁসাই।

ডাঃ সেন ঃ শহরের বড় সড়কগুলিতে কিন্তু দিনে বড় গাড়ি চলার কথা নয়। কিন্তু কে কথা শোনে।

পানীয় জল

ডাঃ সেন ঃ শিলিগুড়ি রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। তাই এখানে পানীয় জলের সমস্যা না মেটার কথা নয়। আসলে সদিচ্ছার অভাবেই সমস্যা হচ্ছে। টাকার অভাবে কাজ আটকে গেলে রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে জনপ্রতিনিধিদের টাকা আনতে হবে। নাগরিক পরিষেবা আমাদের প্রাপ্য।

সেবন্তী ঃ দুটো প্রকল্প তো খুবই দরকার। অনেক জায়গাতেই রিজার্ভার রয়েছে। আমাদের এখানে এত জল তবু কিন্তু রিজার্ভারে আটকে রাখতে পারি না।

গৌরীশংকর ঃ পুরনিগমের জলের জন্য আমরা কিন্তু জলকর দিই। কিন্তু জলের গতিই নেই। দ্বিতীয় প্রকল্প না করতে পারাটা পুরনিগমের ব্যর্থতা। কাজের বদলে শুধুই বক্তৃতা।

পলিব্যাগ ব্যবহার

ডাঃ সেন ঃ পলিব্যাগ ব্যবহার তো একটা সময় পুরো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাঝে কিন্তু বাজারে গিয়ে সচেতনতার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু কোভিডের কারণে যেহেতু নজরদারির অভাব দেখা দেয়, সেই কারণে ফের পলিব্যাগ ব্যবহার বেড়ে গেছে।

সেবন্তী ঃ একটা সময় শহরের পলিব্যাগ ব্যবহার বন্ধ হচ্ছিল। কিন্তু দুই বছর নজরদারি হয়নি বলে গোটা বিষয়টিই এলোমেলো হয়ে গেছে। এটা কিন্তু আমাদের হাতে রয়েছে। নতুন বোর্ড কিন্তু এই বিষয়ে কিছু করবে বলে আমার বিশ্বাস।

তিলোত্তমা শহর

ডাঃ সেন ঃ লাল, নীল, সবুজ, হলুদ যেই বোর্ড গঠন করুক, শিলিগুড়িকে স্মার্ট সিটি করতে হবে। তাহলে শহরে প্রচুর টাকা আসবে। যারাই বোর্ড গঠন করুক, দার্জিলিং মোড়ের ফ্লাইওভার তৈরি খুব জরুরি। শহরের গুরুত্ব অনুযায়ী শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের মতো আরও দু'তিনটি সরকারি হাসপাতাল প্রয়োজন। প্রতিটি ওয়ার্ডে পাবলিক টয়লেট প্রয়োজন।

সেবন্তী ঃ শহরে বহু পার্ক থাকলেও সেগুলি বর্তমানে বন্ধ। শুধু রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের অনুষ্ঠানের জন্য বাঘা যতীন পার্ক ব্যবহার করেন। কিন্তু সেখানে সকালে হাঁটার জন্য পার্ক খোলা রাখা দরকার। শহরে একটি সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র হওয়া দরকার। একই সঙ্গে এখানে একটি মিউজিয়াম করা জরুরি।

গৌরীশংকর ঃ ঝাঁ চকচকে ফুটপাথ দেখতে চাই। সেখানে কোনও দোকানপাট বসতে দেওয়া চলবে না। শহরে আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষ চেষ্টা করলে সবই সম্ভব। কিন্তু উন্নয়নের চেষ্টার নামে শুধুই তো গদি দখলের লড়াই চলছে।

থ্যালাসিমিয়া চিহ্নিতকরণ শিবির

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গজুড়ে থ্যালাসিমিয়া নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার ও থ্যালাসিমিয়া চিহ্নিতকরণ শিবিরের জন্য সেরাম থ্যালাসিমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন উদ্যোগ নিয়েছে।

শুক্রবার সংগঠনের উদ্যোগে শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে সংগঠনের চেয়ারম্যান সঞ্জীব আচার্য বলেন, 'স্কুল-কলেজ, ক্লাবের মতো বিভিন্ন জায়গায় আমরা থ্যালাসিমিয়া চিহ্নিতকরণ শিবির ও সচেতনতামূলক প্রচারের আয়োজন করব।' এদিনের সংগঠনের ই-মুখপত্র 'সুমধ্যমা' প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত শিশুদের আঁকা ক্যালেন্ডার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

চর্মমেলা

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : রাজস্থানি অলংকার, ভাগলপুরি শাড়ি থেকে চুড়িদার, চামড়ার ব্যাগ, জুতো, জ্যাকেট, নানারকম ট্রেন্ডি পণ্যের ওয়ান স্টপ ডেস্টিনেশন চর্মমেলা। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা ময়দানে ৫০টি স্টল রয়েছে বলে মহাদেব সাহা জানিয়েছেন। দশ টাকার বিনিময়ে মেলার হরেক মজা উপভোগের সুযোগ মিলবে। ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে চর্মমেলা।

অবৈধ কল সেন্টারের মালিক সহ ধৃত ৩৯

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অবৈধ কল সেন্টারে অভিযান চালিয়ে ৩৯ জনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। সহকারী পুলিশ কমিশনার (পূর্ব) শুভেন্দ্র কুমার এবং পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির ওসি সুদীপ দত্তর নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল শুক্রবার আশ্রমপাড়ায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। কল সেন্টারের মালিক সৌরভ পাল গ্রেপ্তার হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর মোবাইল ফোন ও কম্পিউটার উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে। সহকারী পুলিশ কমিশনার (ডিডি) রাজেন ছেত্রী শুক্রবার বিকেলে এখবর জানিয়েছেন।

শহরে অবৈধ কল সেন্টার বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর শিলিগুড়ি পুলিশ। উত্তরবঙ্গ সংবাদ অবৈধ কল সেন্টারের বিরুদ্ধে খবর শুরু করতেই এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিল পুলিশ। এরপর থেকে শহরে কোথাও অবৈধ কল সেন্টার চললে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সেইমতো শুক্রবার সকালে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির কাছে খবর আসে, আশ্রমপাড়ায় অবৈধ কল সেন্টার চালানো হচ্ছে। খবর পেয়ে পুলিশের দল আশ্রমপাড়ায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অবৈধ কল সেন্টারের পর্দা ফাঁস করে।

ভোট কেমন পড়বে, আশঙ্কায় সব দলই

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : রাজ্যে চার পুরনিগমে নির্বাচন আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে এক সপ্তাহ আগেও যেমন অনিশ্চয়তা দূর হচ্ছে না, তেমনই নির্বাচন হলে কত মানুষ ভোটের লাইনে দাঁড়াবেন সংশয়ে প্রার্থীরা। কোভিডের প্রকোপে ভোটের ভাগ্যও ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা দানা বাঁধছে অনেক প্রার্থীর মনে। এই আশঙ্কা দূর করতে প্রত্যেকেই মানুষের দোরে দোরে যাচ্ছেন মন জয়ের চেষ্টায়। কিন্তু কোভিডবিধিতে আন্তরিকতায় ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী অলোক ভক্ত বলেন, 'কিছুটা তো কম ভোট পড়বেই। মূলত প্রবীণদের বড় একটা অংশ ভোটের লাইনে দাঁড়াবেন না।'

পুরসভা বা পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটি ভোটও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একচুলের এদিক-ওদিকে সব হিসেব উলটে যায়। যেমন ২০১৫ সালে শিলিগুড়ির পুর নির্বাচনে ২৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৎকালীন বাম প্রার্থী শংকর ঘোষ জয়ী হয়েছিলেন মাত্র ২৬ ভোটে। সেবার যদি আর কয়েকটা ভোট পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতুল চক্রবর্তী জিতে যেতেন, তবে বামেরা বোর্ড গঠন করতেই সমস্যায় পড়তে পারত।

এবার কী হবে? প্রকাশ্যে প্রত্যেকটি দলই বোর্ড গঠনের দাবি জানালেও কোভিড বিধিনিষেধে চেনা হিসেব পালটে যেতে পারে বলে ঘনিষ্ঠমহলে আলোচনা করছেন নেতারাই। প্রতিদিন শহরে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা। একের পর এক এলাকাকে কোয়ারান্টিন জোন করা হচ্ছে। ফলে

সেইসব এলাকা থেকে কতজন ভোট দিতে আসবেন, তা নিয়ে চিন্তা থাকছেই। একইসঙ্গে ওই জায়গাগুলিতে প্রচারও ঠিকভাবে করা যাচ্ছে না। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী রাজু সাহার বক্তব্য, 'যাঁরা চিকিৎসাধীন বা হোম আইসোলেশন রয়েছেন, তাঁরা ভোট দেবেন না ধরে নেওয়াই যায়। অন্তত ১০ শতাংশ তো কম পড়বে। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলেরই ভোট প্রাপ্তি কমবে।'

স্বাস্থ্য দপ্তরের নথি অনুসারে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে করোনা সংক্রামিত হয়েছে ২৩৯ জন। অর্থাৎ প্রতিটি ওয়ার্ডে গড়ে পাঁচজন করে সংক্রামিত হয়েছে। এক সপ্তাহ ধরেই বাড়ছে সংক্রমণের হার। পাঁচদিনের হিসেবে ধরলে একেকটি ওয়ার্ডে গড়ে ২৫ জন করে সংক্রামিত রয়েছেন। নির্বাচনের সময় এই সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা এখনও স্পষ্ট নয় কারও কাছে। বিধানসভা নির্বাচনের মতো পুর নির্বাচনেও বাড়িতে গিয়ে প্রবীণদের ভোট নেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তায় ভোটের হার কমার আশঙ্কা আরও বাড়ছে।

১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী সুবীন ভৌমিক বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম বিধানসভার মতো পুরভোটেও প্রবীণদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের ভোট নেওয়া হোক। কিন্তু এই ব্যাপারে কমিশন কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা আমার কাছে অজানা।' তবে ভোটের হার নিয়ে আশাবাদী ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী মৌসুমি হাজরা। তাঁর বক্তব্য, 'পুর নির্বাচন হওয়ায় মানুষ ভোট দিতে যাবে।'

কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন

ইসলামপুর, ১৪ জানুয়ারি : শুক্রবার মাড়োয়ারি যুব মঞ্চের উদ্যোগে ইসলামপুরের বালাজি ভবনে বিনামূল্যে কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন শিবিরের সূচনা হল। এদিন পুরসভার প্রাক্তন প্রশাসক কানাইয়ালাল আগরওয়াল ওই শিবিরের উদ্বোধন করেন।

কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য রেজিস্ট্রেশন এবং কৃত্রিম অঙ্গের মাপ নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। শনিবার সেই মাপ অনুযায়ী কৃত্রিম অঙ্গ তৈরি করে, রবিবার তা প্রতিস্থাপন করা হবে। মঞ্চের তরফে মোহিত আগরওয়াল বলেন, 'এবছর শতাধিক বিশেষভাবে সক্ষমের কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হবে।'

নয়া প্রজন্মের পিঠে উৎসব শহরের ক্যাফেতে

মিষ্টির দোকানে পিঠের সম্ভার। শুক্রবার তোলা সংবাদচিত্র।

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : যাঁরা পিঠেপুলি বানাতে পারেন না, তাঁদের জন্য এদিন বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল মিষ্টির দোকান ও ক্যাফেগুলো। শীতের সন্ধ্যায় কেউ সেখানে বসে পিঠেপুলির মজা নিয়েছেন, তো আবার কেউ প্যাক করে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছেন। আর মিষ্টির দোকানগুলোর এই উদ্যোগে দারুণ খুশি নতুন প্রজন্মের এইসব পিঠেপ্রেমী মানুষ।

এদিন শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ার বাসিন্দা শ্রেয়সী দাস শহরের এক মিষ্টির দোকানে পিঠে কিনতে এসেছিলেন। বললেন, 'বছরের এই দিন পিঠে ছাড়া চলে? তাই পাটিসাপটা ও দুধপুলি কিনেছি।' এদিন শিলিগুড়ির এক ক্যাফেতে বৌ, মেয়েকে নিয়ে পিঠেপুলির মজা নিতে হাজির হয়েছিলেন সুমন দত্ত। সুমন বলেন, 'এখন পিঠে না বানাতে জানলেও চলে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় খুব কম দামে ভালো ভালো পিঠে পাওয়া যায়।'

এদিকে শহরের চিল্ড্রেন পার্ক, সুভাষপল্লি, সেবক রোড, বিধান মার্কেটের একাধিক মিষ্টির দোকান ও ক্যাফেগুলিতে পাওয়া গিয়েছে পিঠেপুলি। দুধপুলি, মুগপুলি, পাটিসাপটা থেকে শুরু করে গোকুলপিঠে, মালপোয়া সহ বিভিন্ন রকমের পিঠে ছিল সেই তালিকায়। মিষ্টি ব্যবসায়ী পঙ্কজ ঘোষ বলেন, 'আমরা দু'দিন আগে থেকেই পিঠে বানিয়ে বিক্রি করেছি। তবে এদিন দুপুরে সবথেকে বেশি পিঠে বিক্রি হয়েছে।' একই কথা শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের এক ক্যাফের কর্ণধার সায়ন সেনগুপ্তের মুখেও।